ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

‘ বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকার: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ এবং উত্তরণের উপায়’ শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। স্বাধীনতার সূচনালগ্ন হতেই মূলত তারাই মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে জনগণের কাছে সম্মানিত এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত হয়েছেন যারা অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছেন, যুদ্ধ সংঘটিত করেছেন, এবং প্রশাসনিক ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের নারীদে একটি বড় অংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণ ও ভূমিকা কখনোই পরিপূর্ণভাবে দলিলায়িত ও মূল্যায়িত হয়নি। ১৯৭১ সালে তাদের দোসর রাজাকার ও দালালদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় হানাদার পাকবাহিনী বাংলাদেশে ব্যাপক নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের ঘটনা ঘটিয়েছিল । সরকারি হিসাব মতে, ২ লক্ষ নারী যুদ্ধকালীন সময়ে নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। তবে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী এ সংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ হতে ১০ লক্ষ। স্বাধীনতার পরপরই ১৯৭১ সালের ২২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতনের শিকার হওয়া নারীদেরকে তাদের আত্মত্যাগের সম্মানার্থে ‘বীরাঙ্গনা’ উপাধি দেয়। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দ্বারা নির্যাতিতা নারীদেরকে ‘বীরাঙ্গনা’ হিসেবে সম্মানিত করার ঘোষণা দেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিক (১৯৭৩-১৯৭৮) পরিকল্পনাতে স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গৃহীত হয়। সরকারি উদ্যোগকে বেগবান করতে বেসরকারি ও নাগরিক উদ্যোগও এর সাথে যুক্ত হয় । ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর নির্যাতিত নারীদের পুনর্বাসন বিষয়ক সকল কর্মসূচি বন্ধ হয়ে যায়। ২০১৪ সালের ২৭ জানুয়ারি বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির পক্ষ থেকে বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধার সম্মান প্রদান করার জন্য উচ্চ আদালতে একটি পিটিশন করা হয়। ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে জাতীয় সংসদ বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধার মর্যাদা দেওয়ার প্রস্তাব পাশ করে, যেখানে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগী কর্তৃক নির্যাতিতা নারীদেরকে ‘নারী মুক্তিযোদ্ধা (বীরাঙ্গনা)’ হিসেবে গেজেটভুক্ত করা এবং মাসিক ভাতাসহ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রযোজ্য সকল সরকারি সুবিধা প্রদান ও আর্কাইভ তৈরি করার বিষয়ে বলা হয়। ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ প্রথম জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় ৪১ জন বীরাঙ্গনাকে মুক্তিযোদ্ধা স্বীকৃতি দিয়ে গেজেট প্রকাশ করে। ২৪ মে ২০২২ পর্যন্ত গেজেটভুক্ত বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা মোট ৪৪৮ জন। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গেজেটভুক্তির প্রজ্ঞাপন জারির ছয় বছরের বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও গেজেটভুক্ত বীরাঙ্গনার সংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে কম। এছাড়াও বীরাঙ্গনাদের স্বীকৃতি ও সুবিধা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া নিয়েও রয়েছে নানা প্রশ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এবং অধিকার নিশ্চিতকরণের প্রক্রিয়া সুশাসনের নির্দেশকসমূহের আলোকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যে এই গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ২: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কি এবং এর পরিধি বা আওতা কতখানি?

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এবং অধিকার প্রাপ্তির প্রক্রিয়া সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে- বীরঙ্গনাদের গেজেটভুক্তি ও সুবিধা প্রদান করার জন্য গৃহীত পরিকল্পনা ও কর্মসূচি পর্যালোচনা করা; এই কার্যক্রমে বিদ্যমান সুশাসনের ঘাটতি, ঘাটতির কারণ ও ফলাফল বিশ্লেষণ করা; এবং গবেষণার ফলাফলের আলোকে সুপারিশ প্রণয়ন করা।

বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এবং অধিকার প্রাপ্তির সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহ এই গবেষণার আওতাভুক্ত:

১. **চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া:** বীরাঙ্গনাদের খুঁজে বের করার প্রক্রিয়া; বীরাঙ্গনাদের খুঁজে বের করা ও চিহ্নিত করার প্রক্রিয়ায় সরকারের ও বিভিন্ন অংশীজনের ভূমিকা;
২. **প্রত্যয়ন প্রক্রিয়া:** প্রত্যয়নের ধাপসমূহ; প্রত্যয়ন প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান জটিলতা বা অনিয়ম-দুর্নীতি;
৩. **আবেদন প্রক্রিয়া:** আবেদনের ধাপসমূহ; আবেদন প্রক্রিয়ায় সহযোগী বিভিন্ন অংশীজন; আবেদন প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান জটিলতা বা অনিয়ম-দুর্নীতি;
৪. **যাচাই-বাছাই ও গেজেট ঘোষণা:** আবেদনকারী বীরাঙ্গনাদের সত্যতা যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া; যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার সংবেদনশীলতা; যাচাই বাছাই ও গেজেটভুক্তির প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান জটিলতা বা অনিয়ম-দুর্নীতি;
৫. **ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্তি:** ভাতা ও অন্যান্য নির্ধারিত সুবিধাসমূহ; ভাতা ও সুবিধা প্রাপ্তিতে বিদ্যমান জটিলতা বা অনিয়ম-দুর্নীতি।

প্রশ্ন ৩: এই গবেষণার পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস কী?

এই গবেষণাটি মূলত গুণগত গবেষণা । গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি হিসেবে সাক্ষাৎকার ও দলীয় আলোচনা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধা, বীরাঙ্গনাদের নিয়ে কাজ করছে এমন ব্যক্তিবর্গ, সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। বীরাঙ্গনাদের নিয়ে কাজ করছে এমন প্রতিষ্ঠানের সদস্যবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ে দলীয় আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও

সরকারি কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য, প্রকাশিত গেজেট এবং গণমাধ্যমে (প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক) প্রকাশিত প্রতিবেদন, প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন বই ও প্রকাশিত প্রতিবেদন সংগ্রহ, যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনা করে এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৪: এই গবেষণার সময়কাল কী?

এই গবেষণায় ব্যবহৃত সকল তথ্য জানুয়ারি থেকে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত সময়ে সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৫: গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান, বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে ক্রস চেকিংসহ সম্ভাব্য সকল সূত্র থেকে যাচাই-বাছাই করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৬: গবেষণায় কী কী বিষয় পর্যালোচনা করা হয়েছে?

সুশাসনের ছয়টি নির্দেশকের আলোকে গবেষণায় আওতাভুক্ত বিষয়সমূহকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নির্দেশকসমূহ হচ্ছে আইনের শাসন, সক্ষমতা ও কার্যকরতা, অংশগ্রহণ, অনিয়ম ও দুর্নীতি, জবাবদিহি এবং সংবেদনশীলতা। নির্দেশকসমূহের আলোকে গবেষণায় বীরাঙ্গনাদের নিয়ে বিভিন্ন সরকারি কার্যক্রম; বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকার প্রাপ্তির প্রক্রিয়ায় চ্যালেঞ্জ; আইনের শাসন সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ; পরিকল্পনা ও উদ্যোগের ক্ষেত্রে ঘাটতি; হালনাগাদ ও নির্ভুল তথ্যের ঘাটতি; গেজেটভুক্তির প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতি; ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মধ্যে সংবেদনশীলতার ঘাটতিসহ বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৭: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ কী কী?

মুক্তিযুদ্ধের চার দশক পরে হলেও মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান সরকারের একটি অনন্য পদক্ষেপ। তবে বীরাঙ্গনাদের চিহ্নিত করা থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের পুরো প্রক্রিয়ায় নানা ঘাটতি বিদ্যমান। বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকার প্রাপ্তির প্রক্রিয়া যেখানে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে বাস্তবায়ন করা আবশ্যক সেখানে পরিকল্পনাহীনতা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি, কাঠামোগত জটিলতা, অনিয়ম-দুর্নীতির সুযোগ, জবাবদিহি ব্যবস্থা ও সংবেদনশীলতায় ঘাটতি প্রক্রিয়াটিকে করে তুলেছে জটিল। তার সাথে সামাজিক সচেতনতা ও সংবেদনশীলতার ঘাটতিও লক্ষণীয়। স্বাধীনতার এতো বছর পরও সামাজিক মূল্যবোধে অনেকাংশেই স্থবিরতা রয়ে গেছে। স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নেতিবাচক মনোভাবের কারণে বীরাঙ্গনারা এখনো প্রান্তিকীকরণের শিকার। বীরাঙ্গনাদের নিয়ে বিভিন্ন বেসরকারি ও নারী বিষয়ক প্রতিষ্ঠান এবং মিডিয়ার নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক কাজ থাকলেও তা নারী বিষয়ক অন্য যেকোন কাজের তুলনায় বেশ অপ্রতুল। বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকার প্রদানের এই প্রক্রিয়াটি গতানুগতিক অন্যান্য প্রক্রিয়া হতে ভিন্ন। কিন্তু বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির পুরো প্রক্রিয়াটি গতানুগতিক আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিনির্ভর। সংবেদনশীল এই বিষয়টি বিশেষ বিবেচনায় না রাখার কারণে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি বীরাঙ্গনাদের জন্য অনেকক্ষেত্রেই জটিলতার সৃষ্টি করছে।

প্রশ্ন ৮: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে মূল সুপারিশসমূহ কী কী?

বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকার নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ১০টি সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। সুপারিশসমূহ হলো:

১. বীরাঙ্গনাদের খুঁজে বের করার জন্য নির্দিষ্ট কাঠামো ঠিক করতে হবে। উপজেলা পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী ও তরুণ প্রজন্মের নাগরিকদের নিয়ে কমিটি গড়ে তোলা যেতে পারে যেখানে মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শীদের সহায়তা নিয়ে তরুণ প্রজন্ম স্থানীয় পর্যায়ে বীরাঙ্গনাদের খুঁজে বের করবে এবং তালিকাভুক্ত করতে সার্বিক সহায়তা করবে।
২. স্থানীয়/উপজেলা পর্যায়ে গেজেটভুক্তির আবেদন প্রক্রিয়া হতে সকল সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির প্রক্রিয়ায় সার্বিকভাবে সহায়তা করার জন্য মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় হতে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। গেজেটভুক্তি ও অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্তির তথ্য স্থানীয়/উপজেলা পর্যায়ে নির্দিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির মাধ্যমে সুবিধাভোগীর কাছে পৌঁছাতে হবে।
৩. গেজেটভুক্তি হতে শুরু করে ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া আবেদন করার পর সর্বোচ্চ কত দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে সে বিষয়ে নির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।
৪. সার্বিক তথ্য প্রমাণাদি যাচাই-বাছাই করে আবেদনের সত্যতা পাওয়া গেলে বীরাঙ্গনাদের সাক্ষাৎকারের বিষয়টি বাদ দিতে হবে।
৫. গেজেটে তথ্যের নির্ভুলতা নিশ্চিত করতে হবে এবং তথ্যগত জটিলতা এড়ানো জন্য বিশেষকরে জাতীয় পরিচয়পত্রে বয়স সংক্রান্ত ভুল সংশোধনের ক্ষেত্রে দ্রুত ও বিশেষ পদক্ষেপ নিতে হবে।
৬. বীরাঙ্গনাদের আবাসন সুবিধা পাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির বিষয়টি বাতিল করতে হবে এবং অস্বচ্ছল ও ভূমিহীন বীরাঙ্গনাদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আবাসন বরাদ্দ করতে হবে।

৭. সমাজে বীরাঙ্গনাদের সম্মানজনক অবস্থানের জন্য তাদের অবদানকে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধ ও নারী বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে/কাজে বীরাঙ্গনা বিষয়ক কার্যক্রমসমূহ আরও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে এবং গণমাধ্যমে বীরাঙ্গনাদের অবদান গুরুত্বের সাথে তুলে ধরতে হবে।

৮. স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসকেন্দ্রিক বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানে বীরাঙ্গনাদের সম্পৃক্ত করতে হবে।

৯. বীরাঙ্গনাদের সামাজিক স্বীকৃতির জন্য সচেতনতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যাতে বীরাঙ্গনারা নিজেদের প্রাপ্য সম্মান গ্রহণের জন্য এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ হন।

১০. বীরাঙ্গনাদের তালিকাভুক্তি হতে শুরু করে বিভিন্ন সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কার্যকর জবাবদিহি কাঠামো তৈরি করতে হবে এবং অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়ে প্রশাসনকে বিশেষভাবে নজরদারি করতে হবে।

প্রশ্ন ৯: এ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কি?

এই গবেষণা প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য নয়। তবে উল্লিখিত তথ্য-উপাত্ত বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকার নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়।

প্রশ্ন ১০: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবির কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি সংক্রান্ত নথি, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবির ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া, জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবির তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোন বা ইমেইলের মাধ্যমে উক্ত তথ্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে– মোবাইল: ০১৭১৪-০৯২৮২৩, ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org

*****